

অলংকার বিসর্জনের কবিতা

ফয়জুল লতিফ চৌধুরী

আবদুল মান্নান সৈয়দ ষাটের দশকের কবি-ব্যক্তিত্বদের অন্যতম, যাঁর কবি-পরিচয় তাঁর ভিন্নতর পরিচয়ের আবছায়ায় ম্রিয়মাণ। গবেষণা-সমালোচনা-সংকলনে মনোযোগের ব্যাপ্তিতে, ফসলের প্রাচুর্যে, বিংশ শতকে তাঁর একমাত্র সমকক্ষ সম্ভবত সজনীকান্ত দাস।

ষাটের দশক নানা কারণেই পূর্ববাংলার কবিতার ইতিহাসে আলোড়নমুখর অধ্যায়। অনেক কবিপ্রতিভার উন্মেষ প্রত্যক্ষ করেছে এই সৌভাগ্যবান দশক। অরুণাভ সরকার, আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ, আবু কায়সার, আহমদ হুফা, আসাদ চৌধুরী, নির্মলেন্দু গুণ, ফরহাদ মজহার, মনজুরে মাওলা, মহাদেব সাহা, মোফাজ্জল করিম, মোহাম্মদ নুরুল হুদা, মোহাম্মদ রফিক, হায়াৎ সাইফ, হুমায়ুন আজাদ, রবিউল হুসাইন, রফিক আজাদ, সিকদার আমিনুল হক সহ মান্নান সৈয়দের সমসাময়িক স্মরণীয় কবির সংখ্যা কম নয়। স্বীকার্য যে জীবিকা, রাজনীতি ও ব্যক্তিগত কারণে এঁদের অনেককেই কক্ষচ্যুত করে ফেলেছে; তবে আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ প্রমুখ কবিদের কথা বাদ দিলে অনেকে কবি-পরিচয়েই সমধিক পরিচিত।

প্রাচুর্য ও সম্ভাবনার প্রোজ্জ্বলতায় ষাটের দশক কলেঙ্গীয় তিরিশের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ। এই ঘনিষ্ঠতা কারো-কারো কাব্য চেতনায় স্বতঃস্ফূট। কয়েক যুগ আগে লিখিত মান্নান সৈয়দের ‘মধ্যরাতের বৃষ্টি’ কবিতাটি শুধু হয়েছিল এইভাবে—

‘অঝোর বৃষ্টিতে, রানি, ভেসে গেছে আমার আনন।
ইন্দ্রিয়ের মাছগুলি খলবল বেরিয়ে পড়েছে
চাঞ্চল্যে, তোমার জলে। মধ্যরাত্রে স্বপ্নের মতন...’

পরবাস্তবতার দুর্জ্জ্বল ইশারা নিয়ে তরুণ কবি আবদুল মান্নান সৈয়দের আবির্ভাব অনেকের কাছেই নতুন দিগন্তের প্রতিশ্রুতি মনে হয়েছিল। তবে সন্দেহ নেই কার্যত মান্নান সৈয়দ কল্লোলীয়া অগ্রজদের চারিত্রিক ধারাবাহিকতাই ধারণ করেছিলেন অবচেতন আনুগত্যে। হ’তে পারে ‘কবিতা নানা রকম’। যদি বলা হয়, কবিতা হলো স্মরণীয় বাণী, তবে মান্নান সৈয়দের কাব্য অনুসন্ধিৎসু পাঠককে চড়িয়ে দেবে নিরুদ্দিষ্ট যানে। যদি বলা হয় উপমাতেই কবিতা, সেখানেও মান্নান সৈয়দের অঙ্গীকারের নোঙর শিথিল। কবিতায় সাক্ষ্যভাষ্য মান্নান সৈয়দের আরাধ্য নয় : তাই প্রতীকতার অন্বেষণও হবে নিরর্থক।

মান্নান সৈয়দের সর্বশেষ কবিতা সংকলন ‘হে বন্ধুর বন্ধু হে প্রিয়তম’ প্রেমের কাব্য। যে কোনো বয়সেই কবি প্রেমের কবিতা লিখতে পারেন। একজন তরুণ কবির হাতে প্রেমানুভূতি গতানুগতিক ছকে বন্দি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অন্যদিকে প্রবীণের হাতে প্রেম সুপক্ক মদিরার মতো বিচিত্রতর সুর নিয়ে বেজে উঠতে পারে। এই কবিতাগ্রন্থে তাঁর কাব্যভঙ্গি জটিলতাহীন; যেন নির্জলা আবেগগুলোকে শব্দের সাম্পানে তাৎক্ষণিক চড়িয়ে দেয়ার অতিরিক্ত কোনো অনুপ্রাণনা সক্রিয় ছিল না। সৃষ্টি, নবসৃষ্টি আর অনাসৃষ্টির বিসম্বাদ আক্রান্ত করেনি তাঁকে। হৃদয়ানুভূতিকে কল্পনার সংশেষে জারিত করার তাগিদ কবি আদৌ বোধ করেন নি :

মানবী তো মনেই হয় না। তুমি দেবী। তুমি পরী।
উবে যাবে কোনদিন — সেই ভয়ে আমি কেঁপে মরি।
আরেকটু আসবে কাছে ? একবার স্পর্শ ক’রে দেখি!
রক্তমাংসময়, নাকি পুতুলের মতো মেকি ?

জানি, মুছে যাবে এই স্বপ্নকরোজ্জ্বল দৃশ্যপট।
মনে থাকবে শুধু দুটি অবিশ্বাস্য পাখার ঝাপট।

[পরী, ‘হে বন্ধুর বন্ধু হে প্রিয়তম’, পৃষ্ঠা-১৭]

মনে হতে পারে মান্নান সৈয়দ তাঁর প্রেমানুভূতি ব্যক্ত করেছেন ওমর খৈয়ামের বুবাইয়ের মতো সংক্ষেপে। পরিব্যাণ্ড প্রসারে কবিতার সৌন্দর্য অপরূপ গহনতা নিয়ে ফুটে উঠতে পাও ; আবার ক্ষুদ্র পরিসরেই নিবিড়-তীব্র-লক্ষ্যভেদী হয়ে উঠতে পারে অনুভূতির স্বাদ। সাতাশটি প্রেমের কবিতার সংকলন ‘হে বন্ধুর বন্ধু হে প্রিয়তম’র কবিতাগুলোয় কবির আন্তরিক আবেগ দরাবগাহ চিস্তন বা ভাবকল্পনার সান্নিধ্য লাভ করেনি সত্য, কিন্তু কোনো-কোনো পাঠক অবিমিশ্র সৎ কবিতার আত্মাণে তৃপ্তি লাভ করতে পারেন।

মান্নান সৈয়দের প্রথম কাব্যসংকলন ‘জন্মান্ত কবিতাগুলি’ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৭ সালে। অল্প ব্যবধানেই প্রকাশিত হয় জীবনানন্দের ওপর তাঁর প্রামাণিক গবেষণা-গ্রন্থ ‘শুদ্ধতম কবি’, ১৯৭০-এ। চলিশ বছরেরও বেশি সময় মান্নান সৈয়দ অসামান্য নিষ্ঠায় জীবনানন্দের কবিতা নিয়ে গবেষণা ক’রে চলেছেন। কিন্তু অভিজ্ঞতার সঙ্গে চেতনার সুগভীর পরিণয়ে যে গভীর কাব্যরস জীবনানন্দের হাতে সৃষ্টি হয়েছিল সেই গভীরতা মান্নান সৈয়দের অধরা থেকে গেছে বললে সত্যের অপলাপ হয় না। ‘হে বন্ধুর বন্ধু হে প্রিয়তম’ আরেকটি কবিতা এরকম :

কাল তার দেখা পাব।
আজ দিনটা অমিতাভ,
রাত্রি আজ সুমধুর :
থোলো থোলো প্রচুর আঙুর।

পাব তার দেখা কাল।
খাঁ-খাঁ পলাশের ডাল
লালে-লাল হয়ে উঠে
ভরে দ্যায় লুকোনো সম্পুটে।

কাল তার পাব দেখা।
রাতে আজ দিন লেখা।
দিন কেন এত বড় ?
পাখির হৃদয় থরোথরো!

দেখা পাব কাল তার।
সুগোপন সম্ভার
খুলবে কি একটুখানি ?
বুঝি না তো। কী জানি! কী জানি!

[কাল তার দেখা পাব, ‘হে বন্ধুর বন্ধু হে প্রিয়তম’, পৃষ্ঠা-১১]

উপর্যুক্ত রচনার নিরাভরণতা নজর এড়িয়ে যাওয়ার মতো নয়। এই নিরাভরণতার মধ্যে দীনতার পরিবর্তে প্রাকৃত কোনো রূপ-সৌন্দর্য সমাধিস্থ হ’য়ে আছে কি-না তা পরীক্ষা ক’রে দেখবার বিষয়। অন্যদিকে যে-গুণাবলির কারণে শব্দ শিল্পব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে তার লক্ষণও পাঠকের দরবীনে সহসা দৃশ্যমান হয় না। মার্জনা করা যেতে পারে যদি কারো কাছে মান্নান সৈয়দের এ-কবিতাগুলো আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম পর্যায়ের কোনো কবিশোঃপ্রার্থীর প্রচেষ্টা বলে ভ্রম হয়, যার ঐতিহ্য-অতিক্রমণের অভীক্ষা দিব্যপ্রতিভার আশীর্বাদ লাভ করেনি। বস্তুত, কদাচিৎ মান্নান সৈয়দ এ কাব্যসংকলনে শিল্পোচিত কোনো অলংকারের আশ্রয় নিয়েছেন। অলংকার বিসর্জনের কবিতাগুলো কোন অধিকারে পাঠকের হৃদয়ে স্থান পেতে পারে সে প্রশ্নের ন্যায্যতা অস্বীকার করার মতো নয়।

বিংশ শতকের তিরিশের দশকে বাংলা কবিতায় আধুনিকতার গোড়া পত্তন হয়েছিল। শুরু থেকেই ‘প্রেম’ নানা আধুনিক কবির হাতে নানা রূপে-স্বাদে সাদর অভ্যর্থনা লাভ করেছে। ইতোমধ্যে বাংলা কবিতার পাঠক বুদ্ধদেব বসুর ‘কংকাবতী’র

অনিন্দ্য ধর্মনিমিত্তের পরে জীবনানন্দের ‘বনলতা সেন’-এর অপূর্ব চিত্রলাবণ্যের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। প্রেম গভীর-গাঢ়-সন্নিহিত আশ্রয় পেয়েছে বিনয় মজুমদার, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দু পত্নী, রফিক আজাদ, নির্মলেন্দু গুণ, প্রমুখের গীতল, ছন্দুখরিত, উপমা-প্রসাধিত, প্রতীকান্বিত, ব্যঞ্জনাময়, অপূর্ব-অপূর্ব শব্দবিন্যাসে। অন্যদিকে বাংলা কবিতা-পাঠকের বৈদগ্ধ্য ক্রমান্বয়ে তীক্ষ্ণতা অর্জন করেছে। ফলে হেলাল হাফিজের এক পংক্তির ‘নিউট্রন বোমা বোঝো মানুষ বোঝো না’র তুলনায় মান্নান সৈয়দের “দুই লাইন” - ‘জানি তুমি দয়াশীলা — ক্ষমা করো আমার আবেগ/ ভুলে যেয়ো উড়ে-আসা দিগন্তের একখণ্ড মেঘ’ নিছকই অপরিণত প্রতীয়মান হতে পারে।

অনুভূতির পরোক্ষ উচ্চারণই যেন প্রেমের কবিতাকে বেশি ব্যঞ্জনাময় ক’রে তোলে : যেমন নির্মলেন্দু গুণের ‘তুমি চলে যাচ্ছে’ বা আবিদ আজাদের ‘যে শহরে তুমি নেই তুমি থাকবে না’। অন্যদিকে প্রেমানুভূতির অপরোক্ষ উচ্চারণের হৃদয়গ্রাহী উদাহরণও অশেষ : শামসুর রাহমানের ‘যদি তুমি না ফিরে আসো, গীতবিতানের শব্দমালা মরুচারী পাখির মতো কর্কশ পাখসাটে মিলিয়ে যাবে শন্যে’ ; মহাদেব সাহার ‘করুণা করেও হলে চিঠি দিও, মিথ্যে হলেও বলো ভালোবাসি’ ; হেলাল হাফিজের ‘কিছুই পারিনি দিতে/ এই নাও বাম হাত তোমাকে দিলাম’, আবিদ আজাদের ‘সে নেই যদি রেলিং তুমি দাঁড়িয়ে আছো কেন’ ; মাসুদুজ্জামানের ‘পৃথিবীর অন্য সব রমণীরা যে যেখানে আছে থাক, তুমি এইখানে বসো, আমি তোমাকেই দেখি’ ; সৈয়দ আল ফারুকের ‘টবে/ ফুল ফুটেছে — তবে / একটি ব্যাকুল খোঁপা কোথায় আমি পাবো?’, ফরিদ কবিরের ‘এখনি যাবেন, আরেকটু বসে গেলে বেশ হয়’ ; ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সব স্মরণীয়-অবিস্মরণীয় পঙ্ক্তিমালার বিপরীতে মান্নান সৈয়দের কবিতাগুণ্ডা আত্মকথনের মতো মৃদুল ও নিঃপ্রভ ; পাঠককে শিল্প-সৌন্দর্যে আলোড়িত করবার মন্ত্র , নিদেনপক্ষে, লোকরঞ্জন প্রণোদনাও তাতে দুর্নিরীক্ষ্য। প্রেমাবেগের এরূপ নিরাভরণ অভিব্যক্তি বিদগ্ধ পাঠকের অতৃপ্তির কারণ হলে প্রতিবাদের কিছু থাকবে না।

বাংলা আধুনিক কবিতার পথপরিভ্রমণ বয়স একশ’ বছর হতে চলেছে। বুদ্ধদেব বসু থেকে শুরু ক’রে আজকের ফরহাদ মজহার, এমনকি সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ পর্যন্ত রবীন্দ্রঅতিক্রমী নানাবিধ কাব্যচারিত্র্য তারকাখচিত ব্যাপ্ত আকাশের মতো। হয়ত এপার বাংলার ‘শামসুর রাহমানের কবিতায় বাক্‌প্রতিমা’ বা ওপার বাংলার ‘নীলেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ছন্দ’ শিরোনামে কিংবা ‘অরুণাভ সরকারের গীতিময়তা’ অথবা ‘মুশাররাফ করিমের কবিতায় লোকজ শব্দের ব্যবহার’ বিষয়ে বোধিদীপ্ত প্রবন্ধ রচনা করা যে পারে — এবং একথাও সত্য যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরেও এরকম প্রবন্ধ আমরা সচরাচর লিখে থাকি ; কিন্তু জীবনানন্দের পর আধুনিক বাংলা কবিতায় এমন প্রতিভার আবির্ভাব হয়নি যার মেঘমন্ড্র অভিজ্ঞতা কোনো লুপ্ত সভ্যতা আবিষ্কারের মতো আনন্দময় প্রশস্ত অনুভূতিতে আমাদের উল্লসিত করতে পারে।

মান্নান সৈয়দের কাব্যচর্চা বাংলা কবিতার পূর্বোক্ত ক্রমবদ্ধ অথচ বিস্রস্ত ধারা থেকে দূর-বিচিহ্ন নয়। তাঁর প্রেমের কবিতা সম্পর্কেও রচিত হতে পারে বিশদ প্রবন্ধ ; অথবা তাঁর কবিমানস কিংবা কাব্যভাষা সম্পর্কে লেখা যেতে পারে জ্ঞানগর্ভ অভিসন্দর্ভ ; কিন্তু কবিসত্তার যে দুর্লভ প্রতিভাবৈদগ্ধ্য থাকলে কবিতা হৃদয়স্পর্শী হতে পারে, বা লাভ করতে পারে উচ্চতর শিল্প-মর্যাদা, সেরকম কোনো দাবি হয়ত মান্নান সৈয়দের কবিতা সম্পর্কে নিঃসংশয়ে করা যায় না।

আবদুল মান্নান সৈয়দ হয়ত বাংলা ভাষার একজন প্রধান কবির পরিচয়ে কখনো পরিচিত হবেন না — কিন্তু সাহিত্যের বিভিন্ন মাধ্যমে তাঁর আয়াসসাধ্য অনন্যসাধারণ বিপুল কৃতি বিংশ শতকের একজন প্রতিভাধর সব্যসাচী বাঙালি সাহিত্যকর্মীর তুলনারহিত অবদান হিসেবে চিরস্বীকৃত হ’য়ে থাকবে এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই। সবশেষে বলা জরুরি যে, মান্নান সৈয়দের সাতাশটি কবিতার সঙ্গে পাতায়-পাতায় গোলাম সারোয়ারের মনোরম চিত্রকলা জুড়ে দিয়ে অতিসুশোভন একটি কবিতার বই উপহার দেয়ার বুচিখন্ড পরিকল্পনা ক’রে পাঠক সমাবেশ এদেশের প্রকাশনার মান আরো উন্নত করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে। এজন্যে তাঁরা সাধুবাদ পাবেন।

আবদুল মান্নান সৈয়দ : হে বন্ধুর বন্ধু হে প্রিয়তম : পাঠক সমাবেশ, ঢাকা। ফেব্রুয়ারি ২০০৬।
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৬। কবিতা সংখ্যা ২৭। আলংকারিক গোলাম সারোয়ার। প্রচ্ছদ শিল্পী সেলিম আহমেদ।